যুগান্তর

SEP 02 2006

স্কুলে যেতে পারে না, অন্যদিকে শরীরে নিয়ে আসছে মারাত্মক রোগ। যার ফলে উপকূলীয় এলাকার ৮ হাজার শিশুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এসব শিশুর জন্য ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে

ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশ

পোনা শিকারি শিশুদের স্কুলে পাঠাতে বরগুনায় আনুষ্ঠানিক সভ

রগুনা প্রতিনিধি

রগুনার নদী ও সাগরে মাছের পোনা শিকারি শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ পেশা থেকে বরত রেখে স্কুলে পাঠানোর লক্ষ্যে ১৫টি মানুষ্ঠানিক সভার আয়োজন করেছে ারিয়া ল্যারা ফাউন্ডেশন। রিইব-এর হযোগিতায় ৯ মাসব্যাপী কার্যক্রমের অংশ. গ্রাম পর্যায়ে এ কার্যক্রম ১৪ জুলাই শুরু হয়ে শেষ হয় ২ আগস্ট।

বরগুনার ৩টি উপজেলার ১৫টি স্পটে ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন পোনা শিকারি শিশুদের ওপর গবেষণা শুরু করে। গবেষণার চাহিদা অনুযায়ী ইতিমধ্যে মতবিনিময় সভা. সাক্ষাৎকার পর্ব. উঠান বৈঠক ও কর্মশালা শেষ হয়েছে। এসব কার্যক্রমে এলাকার প্রায় ৭ হাজার লোক অংশ নেয়। পরবর্তী কর্মসূচি অনুযায়ী বরগুনায় ৭টি, পাথরঘাটায় ৫টি, বামনায় ৩টি আনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ-এর কর্মসূচি কর্মকর্তা রানা সুলতানা, বরগুনা পৌরসভার চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান অ্যাডভোকেট, ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান, সাংবাদিক আবদুল আলীম হিমু, গবেষক চিত্তরঞ্জন শীল, কর্মসূচি সংগঠক আহসানুর রহমান, মোর্শেদা জামান, আরতি মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

ারিয়া লারা ফাউন্ডেশনের বরগুনার শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ পেশা থেকে বিরত রেখে স্কুলে পাঠানোর লক্ষ্যে ানুষ্ঠানিক আলোচনা সভার আয়োজন করে

বরগুনা সদর উপজেলার বড়ইতলা, সোনাতলা, কালিরতবক, চালিতাতলী, ছোট তালতলী, গোড়া পদ্মা, কুমিরমারা; পাথরঘাটার রূপনগর, হরিণবাড়িয়া, চরপদ্মা, হাড়িটানা, চরদুয়ানী; বামনার কলাগাছিয়া, পূর্ব শফিপুর ও উত্তর রামনা গ্রামে অনুষ্ঠিত এ সভাগুলোতে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা নদী-সাগরে পোনা শিকারি শিশুদের অভিভাবক এবং স্থানীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বরগুনার ১২টি স্পটে শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যা স্থাপন, অভিভাবকদের বিকল্প পেশা হিসেবে সেলাই প্রশিক্ষণ, কৃষিকে আধুনিকীকরণ, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য এবং দুগ্ধ ও গবাদিপশু পালন প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগের বিষয় আলোচনা উল্লেখ্য, বরগুনার নদী ও সাগরে প্রা হাজার লোক গলদা ও বাগদা চিংড়ি ধরে। অভিভাবকদের অসচ্ছলতার ব প্রায় ৮ হাজার শিশুও এ কাজে রয়ে পোনা ধরার কাজে ব্যস্ত শিশুরা যেম স্কুলে যেতে পারে না, অন্যদিকে শরী নিয়ে আসছে মারাত্মক রোগ। যার ফ উপকূলীয় এলাকার ৮ হাজার শিশুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এসব শিশুর জন্য ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

এ লক্ষ্যে ৯ মাসব্যাপী চলছে গবেষণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এ প্রকল্প শেষ হলেও প্রত্যন্ত এলাকায় থাকবে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পুনর্বাসন প্রকল্প। জানিয়ে ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান।